ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ধারণাপত্র

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০২৫

"অবিলম্বে স্বাধীন তথ্য কমিশন গঠন করতে হবে"

তথ্যকে গণতন্ত্রের অক্সিজেন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[১] তথ্যে সার্বজনীন অভিগম্যতা একটি গণতান্ত্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্রের জ্ঞানগত ও অন্যতম প্রক্রিয়াগত ভিত্তি। যা একইসঙ্গে ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং স্বাধীন মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অন্যতম অনুষঙ্গ। একইসঙ্গে তথ্যের অবাধ প্রবাহ ব্যতীত জনগণের ক্ষমতায়ন ও জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহির ধারণাও অথহীন। সর্বোপরি গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন তথা সুশাসন নিশ্চিত করতে তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও অভিগম্যতা অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে স্বীকৃত।

ইউনেস্কো এ বছর আন্তর্জাতিক সার্বজনীন তথ্যে অভিগম্যতা দিবস বা "আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস"–এর মূলভাব নির্ধারণ করেছে "ডিজিটাল যুগে পরিবেশসংক্রান্ত তথ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ"। যেখানে ডিজিটাল প্রযুক্তির সহায়তায় পরিবেশ ও জলবায়ু প্রভাবের মতো সার্বজনীন বিষয়ের তথ্যউপাত্তের সহজলভ্যতা ও অভিগম্যতা নিশ্চিতের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ বছর দিবসটি উদ্‌যাপনের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে– সাধারণ জনগণ ও অংশীজন প্রয়োজনীয় তথ্যউপাত্ত সঠিকভাবে অবগত হয়ে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় সুশাসন এবং টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ ও ভূমিকা পালনে সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় এ মূলভাবের সাথে সংহতির পাশাপাশি টিআইবি দীর্ঘ এক বছর যাবত তথ্য কমিশন গঠনে সরকারের ব্যর্থতার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং অবিলম্বে কমিশন গঠনের আহ্বান জানাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস

২০১৯ এর ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে ২৮ সেপ্টেম্বরকে "আন্তর্জাতিক সার্বজনীন তথ্যে অভিগম্যতা দিবস" হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[২] যদিও তথ্য জানার অধিকারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রথম প্রচেষ্টা বা দাবি নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয় ২০০২ সালে বুলগেরিয়ার সোফিয়ায় অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকারকর্মীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে।[৩] যার প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আসে ২০১৫ সালে ইউনেস্কোর ৩৮তম সম্মলেনে ২৮ সেপ্টেম্বরকে "আন্তর্জাতিক সার্বজনীন তথ্য অধিকার দিবস" ঘোষণার মাধ্যমে।

তথ্য জানার অধিকার: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন পাশ হয় এবং একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হিসেবে তথ্য কমিশনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তবে একদিকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সমন্বিত উদ্যোগের অভাবে যেমন আইনটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। তেমনি বিভিন্ন সময়ে তথ্য কমিশনার হিসেবে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের একাংশ দলীয় আদর্শের ধ্বজাবাহক হওয়ায় কমিশনও কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। পাশাপাশি নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের উদ্যোগে বহুমুখী প্রয়াস সত্ত্বেও কর্তৃত্ববাদী সরকারের সদিচ্ছার অভাব ও দৃশ্যমান অনীহার ফলশ্রুতিতে আইনটির কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহেও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়নি।

[১] https://www.dailymirror.lk/Opinion/information-is-the-oxygen-of-democracy-editorial/172-58827
[২] https://www.unesco.org/en/days/universal-access-information
[৩] https://www.righttoknowday.net/en/idea/

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ছাত্র জনতার রক্তক্ষয়ী আত্মত্যাগের বিনিময়ে সৃষ্ট "নতুন বাংলাদেশের" একবছর পূর্ণ হয়েছে। রাষ্ট্রসংস্কারে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও দুর্ভাগ্যজনক যে, কর্তৃত্ববাদের পতনের পর থেকে এই একবছরেরও বেশি সময় নতুন করে কমিশন গঠনে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তথ্য কমিশন কার্যকর করা ও তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের উদাসীনতা দৃশ্যমান, যা এই সরকারের অন্যতম একটি ব্যর্থতা। জনগণ তথ্য চেয়ে আবেদন করলেও কমিশন না থাকায় এ সংক্রান্ত অভিযোগগুলোর শুনানি হচ্ছে না[৪], সমাধানও মিলছে না। তথ্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণসহ তথ্য অধিকার-বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমে মন্থর গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা জনগণের তথ্যে অবাধ অভিগম্যতায় বাধা সৃষ্টি করছে। নাগরিক সমাজ এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে বিবৃতি প্রদানসহ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সুপারিশ প্রদান করার পরও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।[৫] স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত না হওয়ায় সরকারি দপ্তরগুলোতে তথ্য গোপনের প্রবণতা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ না করার সংস্কৃতি অব্যাহত রয়েছে।

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস: টিআইবি

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অন্যতম অংশজন হিসেবে ২০০৬ সাল থেকে টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে এই দিবসটি গুরুত্বের সঙ্গে পালন করে আসছে। এ বছর দিবসটি উপলক্ষ্যে টিআইবি জাতীয় পর্যায়ে আদিবাসী তরুণদের জন্য "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং স্থানীয় পর্যায়ে ৪৫টি সনাক অঞ্চলে তথ্য মেলা, কুইজ প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও র‍্যালির আয়োজন করছে। একইসঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের দাবি প্রসারের লক্ষ্যে একটি "কার্টুনভিত্তিক কমিকস" প্রকাশ করেছে।

উল্লিখিত আয়োজনের পাশাপাশি টিআইবি সার্বজনীন তথ্য অধিকার, প্রবেশগম্যতা ও জন-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রস্তাব করছে–

- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে অনতিবিলম্বে স্বচ্ছপ্রক্রিয়ায় যোগ্য ও কোনো প্রকার প্রভাবমুক্ত ব্যক্তিদের প্রধান তথ্য কমিশনারসহ অন্যান্য তথ্য কমিশনারদের নিয়োগ দিয়ে দীর্ঘদিনের অচলাবস্থার অবসান ঘটানো এবং সার্বিকভাবে তথ্য কমিশনকে সংস্থাটিকে সম্পূর্ণরূপে ঢেলে সাজাতে হবে।
- সরকারের নিকট ইতোমধ্যে বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত অংশীজনদের মতমতের ভিত্তিতে তথ্য অধিকার আইনটির প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধারার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে আইনটিকে যুগোপোযোগী করতে হবে।
- রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত করতে হবে।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের আয়-ব্যয়ের বিভিন্ন খাতয়ারি খরচ জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে এবং নির্বাচন কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে সেসব তথ্য তাদের ওয়েবসাইটে যথাসময়ে প্রকাশ করবে।
- বাকস্বাধীনতা ও ভিন্নমতের অধিকার নিশ্চিতের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এক্ষেত্রে সকল আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট জনগণের ওপর যে কোনো ধরনের ডিজিটাল নজরদারী কাঠামো বিলুপ্ত করতে হবে।
- তথ্যপ্রকাশ ও তথ্যে অভিগম্যতার সুবিধার্থে ডিজিটাল টুলসের ব্যবহার সহজলভ্য ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে।
- অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট ১৯২৩ সহ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯– এর সাথে সাংঘর্ষিক বিদ্যমান আইনি বিধান সংস্কার ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাতিল করতে হবে। নতুন কোনো আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তথ্য

[4] https://www.prothomalo.com/bangladesh/rrfg5hl0wm
[5] https://www.ti-bangladesh.org/articles/press-release/7286

অধিকারের মূল চেতনার পরিপন্থি বা আইনটির কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে, এমন কোনো ধারা যাতে সংযোজিত না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

- সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও আধাসরকারিসহ সকল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে যথাযথ ধারণা ও তথ্য প্রদানে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা অর্জনে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং তথ্য প্রদানে আগ্রহ সৃষ্টির কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।
- তথ্য অধিকার আইনের অধিকতর বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণমূলক কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ, জনগণ ও গণমাধ্যমের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ এবং তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীসহ প্রান্তিক পর্যায়ের সকল নাগরিককে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারে সচেতনতা ও সক্ষমতা সৃষ্টির বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।
- সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইনানুগ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য কমিশন এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সকল সংস্থার নিজস্ব ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- তথ্যপ্রকাশ ও প্রচারে প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও সক্ষমতা পর্যবেক্ষণের জন্য তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও তদারকি বাড়ানোসহ তদারকি কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ ও জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।
- তথ্য অধিকার নিশ্চিতে গণমাধ্যমকে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ, সুশীল সমাজ, তথ্য কমিশন ও সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে।
- "জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১" সম্পর্কে সচেতনতা এবং এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সকল সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটকে আরো তথ্যবহুল যেমন- নিরীক্ষা প্রতিবেদন, পূর্ণাঙ্গ বাজেট, প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ তথ্য, প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়মের জন্য জরিমানা ও আদায়ের পরিমাণের ওপর পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশ করতে হবে ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। এ সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে এবং ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই সেটা সহজলভ্য করতে হবে।
- সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের তথ্যে পর্যায়ক্রমে ব্রেইল পদ্ধতিতে অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০ ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
info@ti-bangladesh.org; www.ti-bangladesh.org;
www.facebook.com/TIBangladesh